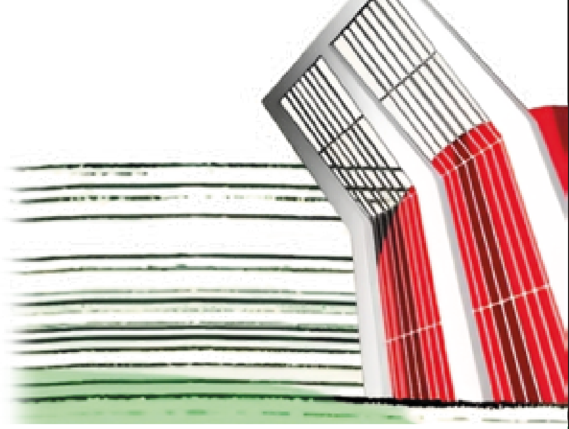

১২তম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অর্জনের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World Society' (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল ২০১০ সাল এবং সে বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে মাতৃভাষাপিডিয়া (বাংলা ও ইংরেজি); বহুভাষী পকেট অভিধান (ভাষা ১৬টি); বিভিন্ন নৃভাষার অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ; মৌলিক গ্রন্থ; মাতৃভাষা পত্রিকা; অন্যান্য প্রকাশনা; শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মরণিকা; বার্ষিক প্রতিবেদন; ভাষা তথ্য-সংগ্রহ প্রতিবেদন; উপভাষাভিত্তিক কর্মশালার প্রতিবেদন; সেমিনার পুস্তিকা/প্রতিবেদন; বিশেষ পুস্তিকা; মাতৃভাষা-বার্তা (বাংলা); Mother Language Journal; Annual Report; IMLI News Letter ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিষ্ঠানটির আয়োজিত সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য 'মাতৃভাষা বার্তা'য় প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনা, সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন, প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য ত্রৈমাসিক বার্তায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এ সংখ্যায় ২০২৫ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন, আমাই গ্রন্থাগারের সেবাগ্রহণ, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বদ্ধপরিকর। বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধকরণ আমাইয়ের মূল লক্ষ্য।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো প্রধানত তিন ধরনের। যথা:

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা;
২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

১. বাংলা গবেষণা জার্নাল;
২. ইংরেজি গবেষণা জার্নাল;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা;
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. প্রতিবেদনসমূহ।

❖ **জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ কালসীমায় এই প্রতিষ্ঠান হতে নিম্নরূপ দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা সম্পাদিত হয়েছে। এগুলো হলো:**

১. মাতৃভাষা বার্তা (১২তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২৫)
২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

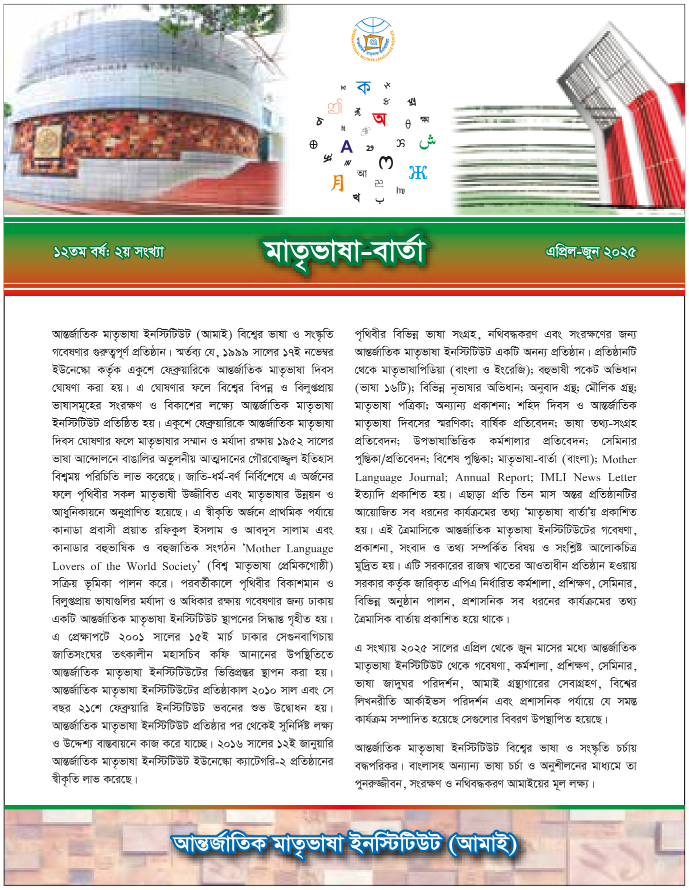

১২তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

এপ্রিল-জুন ২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অর্জনের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World Society' (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল ২০১০ সাল এবং সে বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে মাতৃভাষাপিডিয়া (বাংলা ও ইংরেজি); বহুভাষী পকেট অভিধান (ভাষা ১৬টি); বিভিন্ন নৃভাষার অভিধান; অনুবাদ গ্রন্থ; মৌলিক গ্রন্থ; মাতৃভাষা পত্রিকা; অন্যান্য প্রকাশনা; শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মরণিকা; বার্ষিক প্রতিবেদন; ভাষা তথ্য-সংগ্রহ প্রতিবেদন; উপভাষাভিত্তিক কর্মশালার প্রতিবেদন; সেমিনার পুস্তিকা/প্রতিবেদন; বিশেষ পুস্তিকা; মাতৃভাষা-বার্তা (বাংলা); Mother Language Journal; Annual Report; IMLI News Letter ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিষ্ঠানটির আয়োজিত সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য 'মাতৃভাষা বার্তা'য় প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনা, সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন, প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য ত্রৈমাসিক বার্তায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এ সংখ্যায় ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন, আমাই গ্রন্থাগারের সেবাগ্রহণ, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বদ্ধপরিকর। বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধকরণ আমাইয়ের মূল লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২৫)

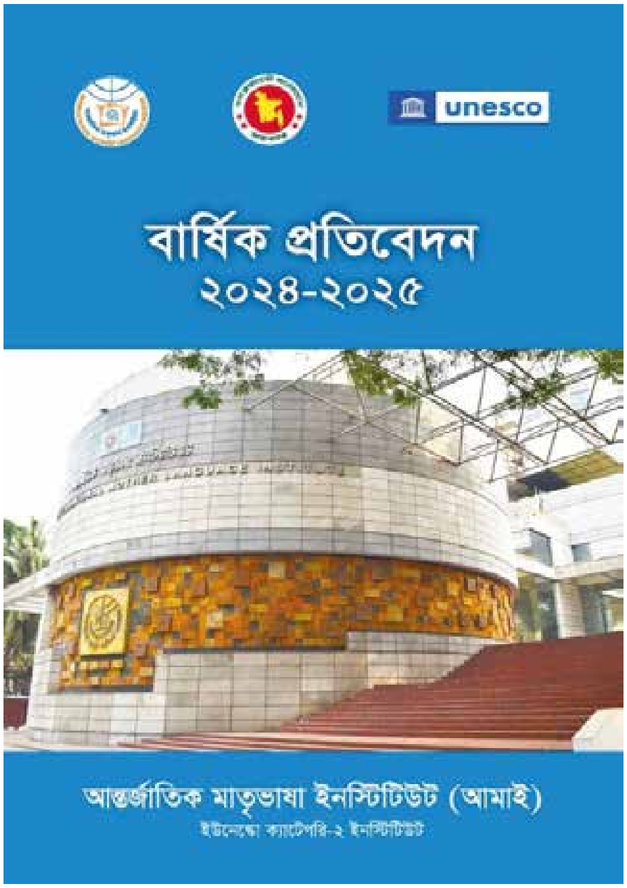

বর্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন এবং পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন ও তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন ১০ই জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। একইসঙ্গে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন এবং পিএইচডি গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন ও তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০শে জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি তিতুমীর কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাহেদুজ্জামানের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ মইনুল ইসলামকে গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে পত্র প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজের 'The Language of Ethnic Minorities: A Qualitative Study on Plain Land Santals Protecting of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আসাদুজ্জামান এবং সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দারকে প্রেরণ করা হয়। একই অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত আরেকজন ফেলোশিপ গবেষক পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আলীমের 'ভাষা-আন্দোলনে রাজনৈতিক দল, ছাত্র-যুব ও সংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালামকে প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ৬ই আগস্ট ২০২৫ তারিখ বুধবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের তৃতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমাই গবেষণা বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'আমার দেশ' এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The Daily Star'-এ প্রকাশ, গবেষণা বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি আমাইয়ের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ, আবেদনপত্র জমাদানের সময়সীমা ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে গবেষণা বৃত্তি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারের জন্য বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'আমার দেশ' এবং ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The Daily Star'-এ ১৪ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া আমাই গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বানের নিমিত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র বাংলা, ইংরেজি, ভাষাবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস বিভাগ ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে পত্র প্রেরণ করা হয়।

গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণ

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আমাই গবেষণা বৃত্তির বিজ্ঞপ্তির আলোকে পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ক্যাটেগরিতে ৪ (চার) জন, পিএইচডি গবেষণায় ২ (দুই) জন, ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে ১৭ (সতেরো) জনসহ সর্বমোট ২৩ (তেইশ) জন আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য, এ অর্থবছরে এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে কেউ আবেদন করেননি। উক্ত আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা বাছাই কমিটির একটি সভা ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় ইনস্টিটিউটের

৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। আমাই গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ক্যাটেগরিতে ১ (এক) জন এবং ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে ৮ (আট) জনসহ সর্বমোট ৯ (নয়) জনের গবেষণা প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের জন্য গবেষণা বাছাই কমিটির সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।

কর্মশালা বিষয়ক প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের আওতায় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনে দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫ কালসীমায় নিম্নোক্ত ২টি (দুই) কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালা-১: “সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণ” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৭ই আগস্ট ২০২৫ তারিখ রবিবার সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে “সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণ” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪১ (একচল্লিশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জমান। কর্মশালার উদ্বোধন করেন ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জ জেলা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, প্রফেসর ড. রোখসানা পারভীন চৌধুরী ও জনাব উজ্জ্বল মেহেদী। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার “সুনামগঞ্জের লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধান” শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের প্রফেসর ড. রোখসানা পারভীন চৌধুরী। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের বিয়ের গান ও ধামাইল নাচে নারীর জীবন”। তৃতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব উজ্জ্বল মেহেদী, লেখক ও সাংবাদিক, সুনামগঞ্জ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “হাওরজনের কথা, ভাষা ও আশা”। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

“সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণ” শীর্ষক কর্মশালার চিত্র

কর্মশালা-২: “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের উপায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের উপায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৬ (ছেচল্লিশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জমান। কর্মশালার উদ্বোধন করেন ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জমান, পরিচালক, আমাই। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। কর্মশালায় প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন পরিচালনা করেন ড. মাশরুর ইমতিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বিপন্ন ভাষার উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। তৃতীয় সেশন

পরিচালনা করেন ড. মোঃ মোস্তফা রাসেল। তিনি ভাষা সংরক্ষণ থেকে পুনরুজ্জীবনের জন্য ডকুমেন্টেশনের রূপান্তরমূলক শক্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের উপায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মশালার চিত্র

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ২টি (দুই) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ এবং ভাষা সংক্রান্ত ২টি (দুই) প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ৪টি (চার) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: 'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৪ঠা আগস্ট ২০২৫ তারিখে 'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৫৮ (আটান্ন) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'সিটিজেন চার্টার' সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। "সিটিজেন চার্টারের বিষয়বস্তু এবং প্রাতিষ্ঠানিক, অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক সেবা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) জনাব সাইফুর রহমান খান। "সেবা নিশ্চিতকরণে সিটিজেন চার্টারের ভূমিকা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম। "আমাইয়ের সিটিজেন চার্টার" বিষয়ক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্। "সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম। "সিটিজেন চার্টারের কার্যকারিতা" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (গবেষণা) জনাব শারমিন জাহান শিমুল।

প্রশিক্ষণ-২: "কম্পিউটার বিষয়ক" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২১শে আগস্ট ২০২৫ তারিখে "কম্পিউটার বিষয়ক" দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের মোট ৩৬ (ছত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"কম্পিউটার বিষয়ক" প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও দাপ্তরিক কাজে কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। "কম্পিউটার ব্যবহারে দৈনন্দিন কারিগরি সমস্যা ও Hardware/ Software জনিত সমস্যার সমাধান এবং ডি-নথি ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে আলোচনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি) জনাব মোহাম্মদ জোবায়ের। "Ms Word এর ব্যবহার-১ এবং Ms Word এর ব্যবহার-২" বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ড. নাজনিন নাহার।

"কম্পিউটার বিষয়ক" প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৩: "প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২৭-২৮শে আগস্ট ২০২৫ তারিখ টাঙ্গাইল জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য "প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরীফা হক, জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; জনাব মো: শিহাব রায়হান, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, টাঙ্গাইল; জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, কুমুদিনি সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল; জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

উক্ত প্রশিক্ষণে "বিরামচিহ্নের প্রয়োগ" বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন জনাব সাবিকুন্নাহার, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ), সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল। "বাংলা উচ্চারণসূত্র এবং উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ" বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী। "প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ" বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ছায়ানীড়। "প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ" বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"অনুশীলনপর্ব (উচ্চারণ)" অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; এবং "অনুশীলনপর্ব (বানান)" অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

"প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৪: "দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে উদ্যোগে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের "দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়

দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৬০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। প্রশিক্ষণে "প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ" বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ এবং বাংলা উচ্চারণসূত্র" বিষয়ে আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী। "প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ" বিষয়ে আলোচনা করেন সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলায় অবস্থিত তাজপুর ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব কমলকুঁড়ি চৌধুরী এবং "অনুশীলনপর্ব (উচ্চারণ)" অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম।

"দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ"
শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

জাতীয় সেমিনার

সেমিনারের প্রতিপাদ্য: "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা"

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা"। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

"বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা"
শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের স্থিরচিত্র"

"বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেদী হাসান পলাশ, চেয়ারম্যান, সিএইচটি রিসার্চ ফাউন্ডেশন, সম্পাদক, পার্বত্য নিউজ। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধটি আলোচনা করেন অধ্যাপক মো: সামিউল হক, ইংরেজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক এ্যেত্থা মং। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব"। এই প্রবন্ধটি আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচকদের আলোচনা শেষে একটি প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব সেশন পরিচালিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য উৎসাহী অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে সেমিনারের সভাপতি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সমাপনী অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনি বলেন সেমিনারে যেসব বিষয় বা পরামর্শগুলো উঠে এসেছে তার একটিও যদি আমরা সরকারের নজরে আনতে পারি তাহলে আমাদের এই সেমিনার আয়োজন সার্থক হবে। তিনি সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপক, আলোচক এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেমিনারটি সফল করতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রচেষ্টার ও তিনি প্রশংসা করেন এবং একই সাথে তিনি তার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ, সুরক্ষা, গবেষণা, নথিবদ্ধ করা ও ভাষাগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই একটি কর্মোদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। যে কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা জুলাই, ২০২৫ হতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ১০০ জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা 'মন্তব্য' বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ সকল মন্তব্যসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো:

- ০২রা জুলাই ২০২৫: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব, কাজল ভৌমিক ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "বিভিন্ন দেশের ভাষা ও ঐতিহ্য দেখে ভালো লাগল। দর্শনার্থী বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনে আগ্রহী করার পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।"

- ০৯ই জুলাই ২০২৫: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক জনাব শামসুন্নাহার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "আমরা খুবই অভিভূত হয়েছি। বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের মুগ্ধ করেছে।"

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আগত ৫৩ জন শিক্ষার্থীর সাথে আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

- ০৯ই জুলাই ২০২৫: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী ফাহমিদা আক্তার বুসরা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "এখানে এসে আমি বিভিন্ন দেশের ভাষাগুলো জানতে পেরে খুবই আনন্দিত। ধন্যবাদ।"

- ০৯ই জুলাই ২০২৫: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী সৈয়দা রিফা আসনিয়া ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "এখানে অনেক দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনে নিজের জ্ঞানকে বাড়িয়ে আমি অনেক অভিভূত।"

- ০৯ই জুলাই ২০২৫: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মোছাঃ ফারজানা ফেরদৌস রুপু ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "ধন্যবাদ আমাকে আমার দেশসহ বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে জানতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।"

- ১৭ই জুলাই ২০২৫: মনিরুল ইসলাম মিন্টু, প্রতিবেদক, এটিএন নিউজ, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "ভাষা ও বর্ণ সম্পর্কে জাদুঘরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম, ধন্যবাদ।"

প্রতিবেদক (এটিএন নিউজ)

- ২১শে জুলাই ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোঃ সামি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "ভাষা ও বর্ণ সম্পর্কে অনেক নতুন বিষয় জানতে পারলাম এছাড়া এখানকার সকলের সঙ্গে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ তৈরি হয়েছে যা প্রয়োজনীয়।"

আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ২২ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫: মার্শাল হুসাইন, সদস্য, Mother Language Society USA, 17019 rocky ridge Rd. Austin-Tx. ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "Beautiful.!!!"

Mother Language Lovers of the world Society-এর সাথে
পরিচালকসহ আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

- ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, Mother Language Lovers of the world Society, Canada ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "Come to see IMLI to promote the commonwealth Declaration on IMLI during the CHOGM (The Commonwealth Heads of Government Meeting)" 2026 in Antigua and Barbuda.

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন

বই হল জ্ঞানের বাহক যা মানবসৃষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার লিখিতরূপ। তথ্যানুসন্ধানে, গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের প্রধান উৎস হল বই। আর বই ও অন্যান্য সামগ্রীর একটি সুসংগঠিত সংগ্রহশালা হল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার পাঠকদের বই পড়া, জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ তৈরি করে দেয়। এজন্যে গ্রন্থাগারকে বলা হয় গ্রন্থের আধার বা জ্ঞান ভাণ্ডার, জ্ঞানের আশ্রয়স্থল। বই ও গ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জীবিত রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণের মাধ্যমে গবেষক ও পাঠকশ্রেণিকে জ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণামূলক ও প্রকাশনা, সংরক্ষণ, প্রচারের কাজে সহায়তাকারী একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশি, বিদেশি, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকশ্রেণিকে সেবা প্রদান করে আসছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত। এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত পাঠকের জন্য খোলা রাখা হয়।

আমাই গ্রন্থাগার থেকে যেসব উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে-

১) পাঠক সেবা: গ্রন্থাগারে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠকক্ষ রয়েছে, যেখানে পাঠক বসে অধ্যয়ন করতে পারেন।

২) রেফারেন্স সেবা: শিক্ষা, গবেষণা বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রশাসন, নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দপ্তরকে বৈচিত্র্যধর্মী সংগ্রহ থেকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

৩) গ্রন্থপঞ্জি সেবা: জাতীয় পর্যায়ের কোনো গবেষণার প্রয়োজনে বা অন্যান্য গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে উপযুক্ত গবেষক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের গবেষক ও পাঠকক্ষে গ্রন্থপঞ্জিমূলক সেবা প্রদান করা হয়।

৪) ফটোকপি সেবা: গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গবেষক সদস্যদেরকে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বইয়ের আংশিক ফটোকপি সেবা প্রদান করা হয়।

৫) ইন্টারনেট সার্চ ও ই-মেইল ব্রাউজিং সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে সদস্যদের জন্য ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্রাউজিং এর জন্য Wi-Fi সংযোগ সেবা দেওয়া হয়।

৬) ধার সেবা: আমাই গ্রন্থাগার হতে শুধুমাত্র নিবন্ধিত গবেষকগণ বই ধার হিসেবে নিতে পারেন, তবে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নিদেশক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরাও ধার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

৭) ডিজিটাল সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত গবেষকদের প্রয়োজন অনুসারে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল সেবা দিয়ে থাকে।

সুবিশাল পাঠকক্ষের পাশাপাশি একটি রেফারেন্স কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান, অ্যাটলাস ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পরিবেশে অধ্যয়নের সুবিধার্থে এতে একটি স্বতন্ত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঠ কক্ষ রয়েছে। যেখানে ৩২ জন পাঠকের বসার সুব্যবস্থা রয়েছে।

গ্রন্থাগারে ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহারের জন্য ৪টি কম্পিউটার রয়েছে এবং নিয়মিত একটি দৈনিক পত্রিকা পাঠ কক্ষে রাখা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে প্রায় ১৪,৩৫১টি বই সংরক্ষিত রয়েছে। গত অর্থবছরে ৫ শতাধিক বই কেনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে চলতি বছরের ১লা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি ১৮৫ জন শিক্ষক ও গবেষক আমাই গ্রন্থাগার থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। নিবন্ধিত পাঠকদের মধ্যে ১৩ জন পাঠক বই ধার সেবা গ্রহণ করেছেন।

পরিদর্শনে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী

২১শে জুলাই ২০২৫: মোঃ পারভেজ সরদার, ফ্রেঞ্চ ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড কালচার, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "আমাদের দেশের অনেক প্রতিকূলতার ভিতরেও ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজ অনেক প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি এর কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।"

৩১শে জুলাই ২০২৫: জান্নাতুন ফেরদাউস সিফা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী তিনি লিখেছেন, "যখনই আমি কোনো লাইব্রেরিতে যাই, মনে হয় জ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দিয়েছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের এই লাইব্রেরিটিও তেমনি জ্ঞানের এক বিশাল পরিধি। এর সুন্দর পরিপাটি পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫: মোঃ নাজমুল হুদা, অধ্যাপক, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা তিনি মন্তব্য করেন, "লাইব্রেরির পরিবেশ খুব মনোরম এবং লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যবহার খুব আন্তরিক।"

আমাই কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থাগারকে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার অর্থাৎ ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তকরণের পরিকল্পনা করছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগসমূহের সাথে আন্তঃসম্পর্ক গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আমাই গ্রন্থাগারে অধ্যয়নরত পাঠকবৃন্দ

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিবেদন

বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষার সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ (৯ই ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) তারিখে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে ভাষার লিপি সংরক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষার লিপির উদ্ভব-বিকাশ ও বিলুপ্ত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্যের (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি) নানা সমাহারে সমৃদ্ধ এ আর্কাইভে রয়েছে ১৫৪টি ভাষার লিপি ও লিখনরীতি বিষয়ক পরিচিতি। বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনকৃত ডিসপ্লে স্লাইডসমূহে বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব, জীবনকাল ও ভৌগোলিক বিস্তারণ বিষয়ক পাদটীকা সন্নিবেশিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তলিপি, বিভিন্ন ভাষার লিপি, চারুলিপি এবং কবচ লিপিসহ বিভিন্ন সময়ের দেয়াল লিখনের বর্ণনা রয়েছে। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৪:৩০টা পর্যন্ত (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) দর্শনার্থীদের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে। জুলাই ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৯৬ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শনকারী দর্শনার্থীরা পরিদর্শন বইয়ে বিভিন্নভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। নিম্নে দর্শনার্থীদের কিছু মতামত পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো:

World studies Encyclopedia-এর সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে লিখেছেন, "ভাষা একটি কথা শিল্প। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অপূর্ব নান্দনিক নকশা দৃশ্যমান। এই আর্কাইভ বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। ভাষা আর্কাইভের তথ্যমালা সম্বলিত একটি বিশ্বকোষ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।"

মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড সোসাইটি'র কানাডা চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড সোসাইটি'র যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মার্শাল হুসাইনের সাথে আমাই পরিচালক ও কর্মকর্তাগণের বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মতামত প্রকাশ করেন, "অত্যন্ত চমৎকার এবং দুর্লভ সংগ্রহ। যা প্রতিটি ভাষার বর্ণ-বর্ণমালাসহ চিন্তা পদ্ধতি ও সংস্কৃতিকে ধারণ করছে। সংগ্রহশালাটি আরও সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠুক একান্তভাবে কামনা করছি।"

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান এবং নায়েমের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. জুলফিকার হায়দারের সাথে আমাই কর্মকর্তাগণের বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন

কালের কণ্ঠের সাংবাদিক জনাব সাকিব সিকান্দার বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "অসাধারণ ও শিক্ষণীয় স্থান। ভাষা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের বাইবেল হতে পারে স্থানটি। আরও সমৃদ্ধি কামনা করছি।"

প্রশাসন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

জনবল নিয়োগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১৩-২০ গ্রেডের (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ০৬টি (ছয়) ক্যাটাগরির ০৬টি (ছয়) শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ৬ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৬১.১১.০০০২.১৯.৫৩২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ০৬টি (ছয়) শূন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করেন।

আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত ০৯টি (নয়) ক্যাটাগরির ১৪টি (চৌদ্দ) পদে সেবা ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের প্রস্তাব গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সম্মতি পাওয়া গেলে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ১৪টি (চৌদ্দ) পদে সেবা ক্রয় করা হবে।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড কমিটি গঠন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৬১.০৬.০০১১.১৮.৪৯৩ সংখ্যক স্মারক পত্রের মাধ্যমে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজন সংক্রান্ত কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। গঠিত কমিটির ১ম সভা গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কমিটি গঠন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহ গঠনের প্রস্তাব গত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জুলাই শহিদ দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৬ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে 'জুলাই শহিদ দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বক্তারা উল্লেখ করেন যে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হয়, সেটি 'জুলাই বিপ্লব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ আন্দোলনে সারা দেশের শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে সরকার জুলাই বিপ্লবকে 'জুলাই শহিদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও আলোচনা সভায় জুলাই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য এবং আন্দোলনে শহিদদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় এবং আন্দোলনে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

- ২৯শে জুলাই, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (PBGSI), স্কিম, এসইডিপি কর্তৃক Award Distribution Program-এর আয়োজন করা হয়।
- ১৬ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত Business Technology Marketing (BTM) কর্তৃক 'আলোচনা সভা' আয়োজন করা হয়।
- ১৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখ বিকাল ০৩:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত জাপান এডুকেশন অ্যান্ড জব সেন্টার, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক 'সেমিনার' আয়োজন করা হয়।
- ৩০শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত শাপলা স্মৃতি সংসদ কর্তৃক 'শাপলা স্মৃতি সংসদ সম্মাননা ও সম্মেলনী' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত গোল্ডেন আই ডেভলপারস লিমিটেড কর্তৃক 'সেমিনার' আয়োজন করা হয়।

বিক্রয়কেন্দ্রের প্রতিবেদন

পৃথিবীর মাতৃভাষা রক্ষণ, নথিবদ্ধ করাসহ ভাষার অবয়বগত উন্নয়ন সাধনের জন্য ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুভ্যেনির বিক্রয়ের জন্য ২০২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাই বিক্রয়কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয়কেন্দ্র (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে- মাতৃভাষা পিডিয়া, অভিধান, অনুবাদ, ভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা, স্মরণিকা, অন্যান্য।

২০২৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম নিম্নরূপ

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
১.	মাতৃভাষা পিডিয়া ৪র্থ খণ্ড	২০২৪	০১
২.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষা-পরিচিতি: মৌলভীবাজার জেলা	২০১২	০১
৩.	সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান	২০২৪	১৬
৪.	বাংলাদেশের খোট্টা উপভাষা	২০২৫	০২
৫.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, চীনা, জাপানি ও কোরীয় ভাষায়)	২০২৩	০৫
৬.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায়)	২০২৩	০৩
৭.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায়)	২০২৩	০৯
৮.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালী ও পোর্তুগিজ ভাষায়)	২০২৩	০৬
৯.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, বাহাসা, মালেয়েশিয়া ভাষায়)	২০২৩	০৮
১০.	সিলেটি নাগরীলিপি শিক্ষা	২০২৪	০১
১১.	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৯ম ও ১০ম	২০২৫	০৩
১২.	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১-২	২০২৪	০২
১৩.	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১-২	২০২৩	০১
১৪.	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২	ডিসেম্বর ২০১৮	০১
১৫.	Mother Language Journal (Vol.7, No.1)	২০২৪	০২
১৬.	বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন-২০২৪ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন	২০২৫	০১
১৭.	Teacher-Student Relatuionship at Secondary School in Bangladesh: Perception Attitude and Outcome	২০২৫	০১
১৮.	একুশে ফেব্রুয়ারি পুস্তিকা		০১

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায় ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
E-mail: imli.moebd@gmail.com, Phone: 88-02-8391346
Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

....

....

....

সম্পাদক: অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক: মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক: ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও বনর্নস কালার স্ক্যান প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।